কলেজে ভর্তি নিয়ে ভাবতে হবে সরকারকেই

27 JUL 2008

সালমা ইসলাম

পত্রিকায় যখন পড়ি, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা কোথায় ভর্তি হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ওরা তো আমার সন্তানের মতো। আমার সন্তান যদি এ সমস্যায় পড়ত তাহলে নিজের কি অবস্থা হতো সেটাই আমার বেদনার কারণ।

যুগান্তরে প্রকাশিত এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় পাস-ফেলের পরিসংখ্যান দেখেও চমকাতে হয়। শুধু জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ হাজার ৫০০ পরীক্ষার্থী। এছাড়া 'এ' এবং 'এ মাইনাস' পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অনেক। ওরাও ভালো ফল করেছে। তাদের মেধা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। কারণ এখনকার পড়াশোনার ধরন-ধারণ সবই আমাদের সময় থেকে আলাদা। এখনকার শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি জানে, অনেক কিছু শেখে। যত দিন যাচ্ছে ততই লেখাপড়ার মানও উন্নত হচ্ছে। এখন আর মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলাম আগের মতো পেছনে পড়ে থাকার মতো নয়। সমকালীন

ভাবতে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

ভাবতে : ভর্তি নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এখন শিক্ষা কারিকুলামেও নতুনত্ব আরোপ হচ্ছে। নতুন জ্ঞান তারা অর্জন করতে পারছে।

যুগান্তরের রিপোর্টে পড়েছি, 'জিপিএ-৫ ও পাসের হারে রেকর্ড'। কি রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে দেশের সচেতন শিক্ষিত মানুষ তা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারই অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল দশ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। পাস করেছে ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৬৩ জন। দেশের শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোতে আসন আছে মাত্র ২৫ হাজার। সাড়ে বায়ান্ন হাজার শিক্ষার্থী যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের জায়গাই দিতে পারবে না দেশের সেরা কলেজগুলো। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন এখন এসএসসি পাস করা ছেলেমেয়েদের প্রত্যেক অভিভাবক। অভিভাবকদের পাশাপাশি আমরাও চিন্তিত। মহানগর ঢাকার সেরা কলেজগুলোতে ভর্তি হতে চায় গোল্ডেন-৫ পাওয়া ছেলেমেয়েরা। ছেলেরা নটর ডেম, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, উত্তরা রাজউক কলেজ আর মেয়েরা ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, হলিক্রসসহ আরও কয়েকটি নামি কলেজে ঠাঁই পেতে চায়। এ প্রত্যাশা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যায় না। অথচ ফি বছরই আমরা লক্ষ করছি, অনেক শিক্ষার্থী ব্যর্থ মনোরথ হচ্ছে নামি কলেজে ভর্তি হতে। এ ব্যর্থতা মূলত ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নয়, নামিদামি কলেজগুলোর এবং অবশ্যই সরকারের। নামিদামি কলেজগুলো আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। তাহলে এই ভর্তি সমস্যার সমাধান কি?

২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার সময় সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষগুলো ভাবেনি ভর্তি সমস্যা এমন প্রকট হবে। ভাবলে গত ৮ বছরে যে হারে রেজাল্ট ভালো হওয়ার গতি বেড়েছে, সে হারে কলেজের সংখ্যা কিংবা আসন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হতো। গত বছর থেকেই মূলত মেরাদের জন্য ভর্তি সমস্যা মোকাবেলার একটা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ৫০ আসন বাড়িয়েছে কোন কোন কলেজ। এ বছর সেটাও পারবে না। এক্ষেত্রে বিল্ডিং অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণাদি ও শিক্ষক সংকট যে প্রকট হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। নামি কলেজগুলো ইভিনিং শিফট বা বৈকালিক সেশনের ব্যবস্থা নিতে পারে। তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কেন সেটাও কমবেশি অনুমান করা যায়। কিন্তু এ বছর সম্ভব হয়নি বলে আগামী বছরে তা সম্ভব হবে না— এমনটা ভাবার কারণ নেই। আজ যা হয়নি আগামীকাল তাকেই বাস্তব করে তুলতে হবে। এই যে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না ভেবে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, তাদের এ সমস্যা-সংকট নিয়ে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে। কারণ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আমরা হতাশার মধ্যে রাখতে চাই না। তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি? কোন পথে ভর্তি সমস্যার সমাধান হতে পারে? এ ব্যাপারে প্রথমত, ভালো শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলো বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। যেমন নটর ডেম কলেজ কর্তৃপক্ষ চাইলেই বিদ্যমান অবকাঠামোতেই আরও একটি নতুন শিফট চালু করতে পারে। তবে সেজন্য একটি নিবিড় পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেখানে লোকবল হিসেবে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কলেজ কর্তৃপক্ষ দেশের বাকি ৫টি বিভাগীয় শহরে নটর ডেম কলেজ শাখা চালু করতে পারে। সেখানে বিভাগের বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে। রাতারাতি কোন কিছু হবে না— সময় প্রয়োজন। এ ধরনের পরিকল্পনা শিল্পন্যারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নটর ডেমই কেবল নেবে কেন, অন্য নামিদামি কলেজগুলোও নিতে পারে, নেয়া উচিত। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দ্বিতীয় শিফট চালু করা যেতে পারে কলেজগুলোর এরকম কোন পদক্ষেপে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা দিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদফতরকে। এটা গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য উদ্যোগের একটি কথা। সরকারের কি করার আছে এ ক্ষেত্রে? আমরা মনে করি, সরকারেরই সবচেয়ে বড় দায় হচ্ছে, যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়তে যাচ্ছে তাদের সবার জন্য আসন রাখা। দেশে যত কলেজ আছে সব মিলিয়েও ৭ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থীকে জায়গা দিতে পারবে না। এমনকি জিপিএ-৫ প্রাপ্তদেরই জায়গা যেখানে দিতে পারছে না, সেখানে বাদবাকিরা যাবে কোথায়?

মফস্বল এলাকার কলেজগুলোতে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা কেন পড়তে চায় না সেটা বুঝতে হবে। রাজধানীর কলেজগুলোতে শিক্ষাদানের ব্যাপারে যতটা জোর দেয়া হয়, মফস্বলের কলেজগুলো ততোধিক রিল্যাকটান্ট। মানসম্মত পড়াশোনা হয় না, শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না, খাতাপত্র দেখেন না, যথাসময়ে ফল প্রকাশ করেন না— 'এসব অভিযোগের কোন জবাব দিতে পারবেন না সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষকদের দলাদলি তো রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়েও মারাত্মক। তারা যদি শিক্ষাদানকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে দেখতেন, তাহলে পরিস্থিতি এতটা 'করুণ' হয়ে উঠত না। মফস্বলের সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর মানোন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এটা অন্যদের চেয়ে বেশি বোঝেন সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা বা মন্ত্রী মহোদয় এবং আমলাবর্গ। কিন্তু তারা বোধহয় এ ব্যাপারে বেশ উদাসীন। তা না হলে প্রকট ভর্তি সমস্যা সমাধানে একটা কার্যকর উদ্যোগ নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সীমিত সম্পদের কথা বলতেন জোট সরকারের আমলের সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান সরকার একটি কেয়ারটেকার সরকার। এ সরকার চায় অনেক কিছু করতে, কিন্তু সেই সময় তাদের হাতে নেই। নতুন ইলেকশন না হওয়া পর্যন্ত, নতুন সরকার না আসা পর্যন্ত এরকম পাবলিক স্বার্থের বিষয়টির কোন সমাধান হবে না।

কিন্তু সময় বসে থাকে না, বসে থাকবে না। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এজন্যও ভাবতে হবে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে? কোথায় ইন্টারমিডিয়েট পড়বে? কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেলে তারা কি লেখাপড়া করতে পারবে না? এখনই এ নিয়ে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। না হলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হতে না পেরে হতাশায় ডুবে যাবে, যা জাতির জন্য হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা করতে না পারলে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ভালো ফল কাঁটা হয়ে বিঁধবে শিক্ষার্থীদের মনে।